Released 25-9-1937

RADHA FILM COMPANY
CALCUTTA

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর
নূতন উপহার

চিত্রহার

পূজায়

ক্রেপ—প্লেন

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

২০৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাঞ্চ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, টাওয়ার ব্লক, কলিকাতা।

পূজায় লক্ষ্মীবিলাসের
বিজয় অভিযান
গৌরবে অদ্বিতীয়
গুণ ও গন্ধের অপূর্ব্ব সমাবেশ
তাই
কেশবিন্যাসে অপরিহার্য্য
এম, এল, বসু এণ্ড কোং লিঃ-কলিকাতা

গোপন কথা!

আমি দেখেছি 'ওরা'

বনকুসুম

মাথায় মাখে
তাই অমন সুন্দর চুল

প্রাচ্য নৃত্য কুশলা
কুমারী অমলা নন্দী বলেন
আমি
"বনকুসুম"
ব্যবহার করেছি।

বেশ সুগন্ধি ও স্নিগ্ধ, বিদেশী ভাল ভাল তেলগুলির সঙ্গে এর তুলনা চলে।

বনকুসুম পারফিউমারী ওয়ার্কস্
কলিকাতা।

সমস্ত ষ্টেশনারী দোকানে ও ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রেম অর্ঘ্য - প্রীতি উপহার - স্নেহের দান
চন্দন অগুরু
সুরভি শ্রেষ্ঠ
AGU
শ্রাবণি যুঁথী
দোলন চাঁপা
সাঁঝের ফুল
লাইমজুস
গ্লিসারিণ
অপূর্ব্ব চুলের বাহার
নিরোল
সুবাসিত নারিকেলতৈল
অফুরন্ত গন্ধে ভরা মনোরম
সুগন্ধি
অলক্তা
সুবাসিত
তরল আলতা
মহাহিমসাগর
তৈল
তুষারাবৃত হিমাগিরির ন্যায় চির স্নিগ্ধকর
বাসন্তিকা স্নো
রূপ চর্চ্চায় শ্রেষ্ঠ অঙ্গরাগ
দি ইষ্টার্ণ কেমিক্যাল এণ্ড
পারফিউমারী ওয়ার্কস্
কলিকাতা

ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটীর

নূতন অভিযান

আপনাদের চিরপরিচিত ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটীর গ্রাহকদের অনুরোধে ও সুবিধার্থে ১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে ইষ্ট বেঙ্গল সু ষ্টোর নাম দিয়া একটি জুতা বিভাগ খুলিয়াছি এবং মেডিকেল কলেজের পূর্ব্বদিকে, সেসিল হোটেলের নীচে একটী ষ্টেশনারি ও হোসিয়ারি বিভাগ খুলিয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া পদধুলি দিয়া বাধিত করিবেন।

প্রোঃ—

ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটী

১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন ৩৫৩ বড়বাজার।

গোপাল অয়েল মিল

৭৫নং দশানি বাগান লেন, সালিখা

ফোন নং ৭১৩ হাওড়া।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী সাধু খাঁ

হেভিওয়েট কুস্তি চ্যাম্পিয়ান বেঙ্গল ১৯৩৬

সরিষার ভেজাল তেলে বাঙ্গালীর বেশী অসুখ হয় জেনে জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে ১৯৩৬ সালের হেভিওয়েট কুস্তি চ্যাম্পিয়ান গোষ্ঠবাবু **গোপাল অয়েল মিল** স্বয়ং পরিচালনা করিতেছেন। **গোপাল অয়েল মিলের** খাঁটি সরিষার তেল ব্যবহার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

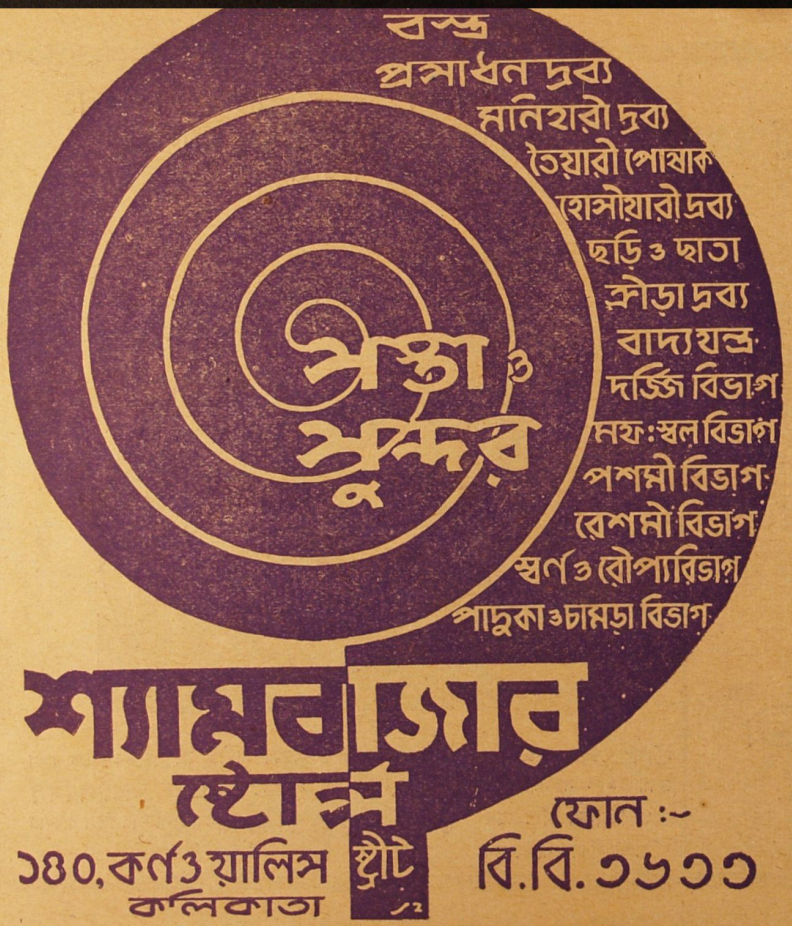

হেঁয়ালী কি থাকবে আজও ?

গত বছর ঠিক এমনি দিনের কথা মনে পড়ে—

দুনিয়ায় একা নিঃস্বহায় "ছন্দা" ওর ছোট ভাই-বোনের পূজার কাপড় কিনবে। ওখানে, সেখানে, বহুখানে ঘুরে—শেষ পর্য্যন্ত তাকে আমাদের এখানেই সব রকম সওদা ক'রতে হ'য়েছিল।

শ্রান্ত ছিলো সে, সে দিন—সব কথা বোলতে পারেনি, "আমি গরীব এবং স্ত্রীলোক, ভদ্রভাবে ও স্বল্প মূল্যে ক্রয়ই আমার উদ্দেশ্য—আমার সে উদ্দেশ্য তৃপ্ত হ'য়েছে"—এইই ছিল তার অন্তরের কথা!

তার কথা সে দিনও যেমন হেঁয়ালী ছিলো, আজও কি তেম্‌নি থাক্‌বে?

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর নূতনতম অবদান

রূপে. রসে সুষমায় ঘটনা-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ সামাজিক চিত্র

ছিন্নহার

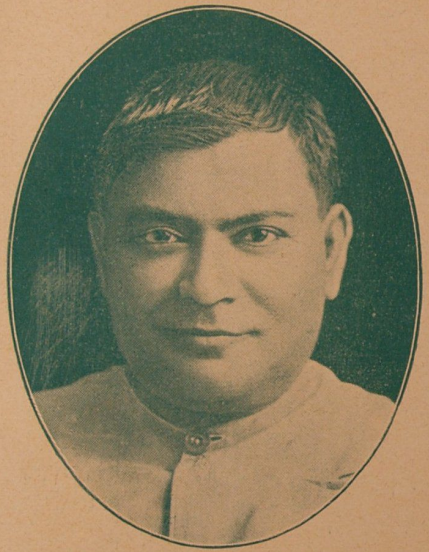

৺অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

[স্বর্গীয় অপরেশচন্দ্রের সাফল্যমণ্ডিত নাটক হইতে বাণীচিত্রে রূপান্তরিত]

শুভ-উদ্বোধন—শনিবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৭

উত্তরা

১৩৮।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর প্রচার-বিভাগ হইতে শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত

একমাত্র চিত্র-পরিবেশক—মতিমহল থিয়েটারস্ লিমিটেড, ৬৮-নং কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হরি ভঞ্জ

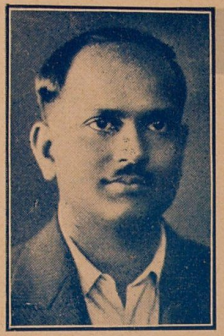

নৃপেন পাল

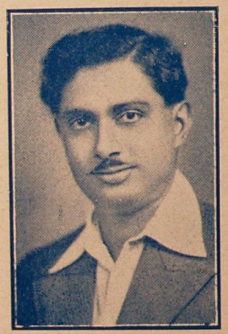

ভূপেন ঘোষ

প্রবোধ দাস

সংগঠনকারীগণ

গল্পাংশ—৺**অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়**

গীতাংশ—৺অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন দে, এম্-এ

চিত্রনাট্য ও পরিচালন—**হরি ভঞ্জ**

সহকারী—অনিল ঘোষাল

আলোকচিত্র—**প্রবোধ দাস**

সহকারী—রাধিকাজীবন কর্ম্মকার

শব্দলেখ—

নৃপেন পাল, এম্-এস্-সি

ভূপেন ঘোষ, এম্-এস্-সি

সহকারী—অবনী চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতি সেন, বি-এস্-সি

রসায়নাগার—অবনী রায়

তড়িৎ-ধারা—কুলেন্দ্র চৌধুরী

সম্পাদন—অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

দৃশ্যসজ্জা—শঙ্কর ঘুরাজি কাশ্‌কার, রাম চন্দ্র পাওয়ার

রূপসজ্জা—বসন্তকুমার দত্ত, ষষ্ঠীদাস মুখোপাধ্যায়

নৃত্য—তারক বাগচি, কুমার মিত্র

সঙ্গীত—মৃণাল ঘোষ, পৃথ্বীশ ভাদুড়ী

আবহ সঙ্গীত—কুমার মিত্র, যুগল গোস্বামী

স্থিরচিত্র—ক্ষেত্রমোহন দে

সহকারী—কুমারী লতিকা মিত্র, কৃষ্ণব্রত হালদার

চিত্রকার্য্য—এস্ এইচ্ এ শাহ্

ব্যবস্থাপন—যমুনাধর তোদি

প্রচার—যতীন্দ্রমোহন রায়

সহকারী—ফণীন্দ্রনাথ মিত্র

কুশীলবগণ

নীলাম্বর (লীলার পিতা)—তুলসী চক্রবর্ত্তী

নীলাম্বরের বন্ধু—

মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)

কালাচাঁদ (লোকনাথের পিতা)—রবি রায়

লোকনাথ—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য

পুঁটিরাম (কালাচাঁদের আশ্রিত)—মৃণাল ঘোষ

হিমাংশু চৌধুরী (জমিদার)—শৈলেন চৌধুরী

ভোলা (হিমাংশুর দুষ্টগ্রহ)—কুমার মিত্র

বিশ্বম্ভর—তারক বাগচি

খানসামা—জানকী ভট্টাচার্য্য

পুলিশ-ইনস্পেক্টার—**অহীন্দ্র চৌধুরী**

মিঃ ধরণী রায় (চিত্রকর)—**নরেশ মিত্র**

বি-এ পরীক্ষার্থী—অজিত চট্টোপাধ্যায়

লীলা (হিমাংশুর পত্নী)—

মায়া মুখোপাধ্যায়

লীলার মাতা—**নিভাননী**

প্রকৃতি (লোকনাথের পত্নী)—

রেণুকা রায়

মিসেস্ রায় (আর্টিষ্ট মিঃ রায়ের পত্নী)—**শান্তি গুপ্তা**

বিরাজী (রূপোপজীবিনী, হিমাংশুর উপসর্গ)—**ছায়া**

"ছিন্নহার" চিত্রের 'তারকা'-দশক

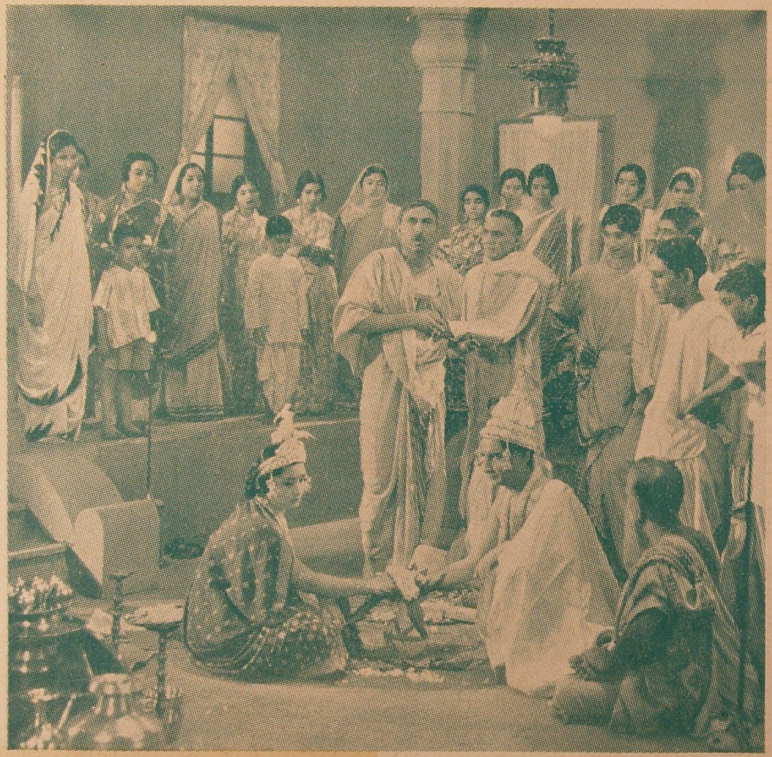

"ছিন্নহার" চিত্রে বিবাহ-দৃশ্য

অমরেন্দ্র চ্যাটার্জ্জি

অবনী রায়

অনিল ঘোষাল

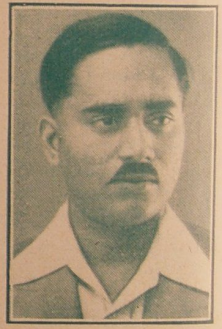

অবনী চ্যাটার্জ্জি

গল্পাংশ

পল্লীগ্রামে বাড়ী ছিল কাছাকাছি দুই গ্রামে, শহরে বাড়ী হইল পাশাপাশি কলিকাতায় দুই বাড়ীতে—নীলাম্বর ও কালাচাঁদ উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বও গভীর, উভয় পরিবারে হৃদ্যতাও প্রচুর।

নীলাম্বর হৌসের বড়বাবু, রোজগার প্রচুর ; কালাচাঁদের এখন পড়ন্ত বেলা, ঋণভার-প্রপীড়িত, তবে কল্যাণপুরের জমিদার-বংশ, বনিয়াদি ঘর—ধনে না হউক, মানে খাটো নয়।

নীলাম্বরের কন্যা লীলা ও কালাচাঁদের পুত্র মাতৃহীন লোকনাথ ছেলেবেলায় ছিল পরস্পরের খেলার সাথী, এক সঙ্গে পড়াশুনা গল্পগাছা করিয়াছে—বাল্যের ভালবাসার স্বাভাবিক পরিণতি হইয়াছে যৌবনে প্রণয়। উভয় পক্ষের কর্তৃপক্ষেরও ইহাতে সম্মতি আছে—

এ দুটী প্রণয়ী-প্রণয়িনীকে 'এক বৃন্তে দুটী ফুল' বলিয়াই সকলে জানে! মৃত্যুর পূর্ব্বে লোকনাথের মাতা তাঁহার বহুমূল্য হীরক-খচিত কণ্ঠহারখানি ভাবী বধূকে উপহার দেওয়ার জন্য লোকনাথের হাতে দিয়া গিয়াছিলেন—একদিন নির্জ্জনে লোকনাথ তাহা লীলার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছে।

প্রণয়ের পূর্ণ-পরিণতি পরিণয়। বিবাহ স্থির—আশীর্ব্বাদ হইয়া গিয়াছে। বিবাহ হইবে সেই পল্লীগ্রামে—যেখানে নীলাম্বর ও কালাচাঁদের পিতৃ-পুরুষগণের অশরীরী আত্মা আজও তাহাদের গৃহদেবতা-স্বরূপ অবস্থান করিতেছে।

দেবীপুর নিকটস্থ আর একখানি গ্রাম—সেখানকার যুবক জমিদার হিমাংশু চৌধুরী কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিত, কিন্তু পড়াশুনার চেয়ে 'অন্যান্য' বিষয়েই তাহার মনোযোগ গভীর! লীলা কবে কোন্ শুভক্ষণে হিমাংশুর সুদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিল কে জানে—গায়ে-হলুদের পর লীলার বিবাহের দিন প্রাতে দেবীপুর হইতে বার্ত্তা আসিল, ধনকুবের

জমিদার হিমাংশু লীলাকে রাজরাণী করিবার জন্য উৎসুক—কিন্তু বিবাহ সেইদিনই হওয়া চাই।

দেবীপুরের অতুল বৈভব, অখণ্ড প্রতাপ—চৌধুরীদের ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি সে অঞ্চলে জানে না কে? কোন্ মা না চায় যে তাহার মেয়ে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া, রাজার পাটরাণী হইয়া, নারীজন্ম সার্থক করে? লীলার মায়ের মন দেবীপুরের প্রাসাদে, দেবীপুরের অর্থভাণ্ডারে, দেবীপুরের রত্নরাজিতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

নীলাম্বর বলে, ছিঃ!—পাকা-দেখা গায়ে-হলুদ সবই হইয়া গিয়াছে—আজ বিবাহ—এখন নড়চড় অসম্ভব! নীলাম্বর-পত্নীর সেই এক কথা—দেবীপুর!—মেয়ে রাজরাণী হইবে—পরম সুখে থাকিবে!

—নীলাম্বরের নিকট যাহা নিতান্তই অসম্ভব ছিল, নড়চড় হইতে পারে না বলিয়া জানা ছিল, তাহা সম্ভব এবং নড়চড় হইয়া গেল।

পাশের গ্রাম বৈ তো নয়—কালাচাঁদের

কাছে খবর পৌছিলেও, কালাচাঁদ এমন অসম্ভব কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না—সে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট শুভলগ্নে পুত্র লোকনাথকে বরবেশে সুসজ্জিত করিয়া শোভাযাত্রা সহ নীলাম্বরের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল, কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিতে পাইল না; গৃহাভ্যন্তরে পুরোহিত তখন বিবাহের মন্ত্র পাঠ করাইতেছে।

—ক্রোধে ক্ষোভে কালাচাঁদ সেই গ্রামের এক গরীব গৃহস্থের কন্যার সঙ্গে সেই রাত্রেই পুত্রের বিবাহ দিল—লোকনাথ প্রকৃতিকে পত্নীরূপে গৃহে আনিল।

লীলা!—দেবীপুর-জমিদারের বালিগঞ্জস্থ প্রাসাদের অলিন্দে টবের উপর বেলফুলের ঝাড় ফুটিয়া রহিল! শোভায় অতুল, সুগন্ধে অতুল, গুণে অতুল লীলা-ফুলের মধুপ কোথায়?—কোথায় হিমাংশু চৌধুরী? হিমাংশু তাহার 'উপসর্গ'

বিরাজীর ঘরে—বিরাজী গ্লাসের পর গ্লাস সুধা-নির্ঝর হিমাংশুর অধরে ধরে—নৃত্যপরা বিরাজীর নূপুরের নিক্কণে, গীতপরা বিরাজীর সুরের ঝঙ্কারে হিমাংশুর মদিরালস চক্ষুর সম্মুখে অমরাবতীর সৃষ্টি হয়! হিমাংশুর সঙ্গে সঙ্গে থাকে ভোলা—হিমাংশুর 'দুষ্টগ্রহ' এবং বিরাজীর 'হৃদয়নিধি'।

ধন-দৌলতে যদি সুখ থাকে তবে লীলা খুবই সুখী—মণিমাণিক্যে যদি তৃপ্তি থাকে, তবে লীলা পরম পরিতৃপ্ত—দাসদাসী গাড়ীজুড়িতে যদি নারীচিত্তে শান্তি আসে, তবে লীলা অখণ্ড-শান্তির অধিকারিণী। কিন্তু স্বামী-সুখ?—নারী-জীবনের সার্থকতা?

—ঐ ব্যর্থ শয্যা সে প্রশ্নের উত্তর দিবে, ঐ ম্লান গৃহ-দীপ সে কথার জবাব দিবে। সঙ্গী-হীন সুপ্তি-হীন নিশীথে

লোকনাথের প্রেমের স্মৃতি পার্ব্বত্য অজগরের মতো অকণ্ঠবন্ধনে লীলাকে বাঁধিতে থাকে, কিন্তু সাধ্বী লীলা সে স্মৃতি মন হইতে সবলে উৎপাটিত করে!

হায় লোকনাথ! প্রকৃতি প্রাণ ঢালিয়া সেবা করে, বুক দিয়া যত্ন করে—তবু লোকনাথ শান্তি পায় না কেন, সুখ পায় না কেন? হায় বাল্য-প্রণয়! উত্তরকালে কত অভাগা-অভাগীর জীবনই না বিষদিগ্ধ করিয়াছ তুমি! সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, "বাল্য-প্রণয়ে অভিশাপ আছে!"

RADHA FILM COMPANY
CALCUTTA

আষাঢ়-শ্রাবণের আকাশে যেমন মেঘের পর মেঘ, মেঘের উপরে মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে, লোকনাথের সাংসারিক অবস্থাও তদ্রূপ। পিতার মৃত্যু, বাড়ীঘর জমিজমা নীলাম—দিন আর চলে না! প্রকৃতিকে গৃহে রাখিয়া লোকনাথ জীবিকান্বেষণে কলিকাতা শহরে আসিল—কিন্তু দুর্ভাগ ও দুর্ভোগ্য সর্ব্বত্রই তাহার সহচর।

য়ুরোপ-ফেরৎ আর্টিষ্ট ধরণী রায় লোকনাথের বাল্যবন্ধু—তাহার গৃহে উঠিয়া চাকুরীর চেষ্টা করিবে, হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া সেই পথ ধরিবে, মুহূর্ত্তের অন্যমনস্কতায় মোটরের ধাক্কা খাইয়া লোকনাথ রাজপথে অজ্ঞান! কলিকাতা শহরের রাজপথে অন্যমনস্কতা যে অপরাধ, ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ, তাহাতে সন্দেহ নাই—শমন-দূত যে কত রূপে কত ভাবে অনিবার আনাগোনা করিতেছে, তাহা গণিয়া উঠে সাধ্য কার!

—কিন্তু লোকনাথের আঘাত যত গুরুতরই হউক না কেন, তাহার অপরাধ তত গুরুতর নয়! তোমার মানসী প্রতিমা, তোমার ধ্যানের ছবি, যাহাকে একদিন তোমার—একান্ত তোমারই—বলিয়া জানিতে, বহুকাল পরে অকস্মাৎ যদি তাহাকে বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো তোমার পাশ দিয়া মোটরে চলিয়া যাইতে দেখ, আর তাহাতেও যদি তোমার অন্য-মনস্কতা না আসে, তুমি যদি